সংবাদ

তারিখ ...12 NOV 2015...
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...৬......

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

চাকরি দেয়ার নামে প্রতারণা : তদন্তে গোয়েন্দারা

প্রতিনিধি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসক (ডেন্টিস্ট) পদে নিয়োগের নামে এক ডাক্তার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। প্রতারণার শিকার ওই ডাক্তারের নাম মনিররুল আলম। তার বাসা রংপুর শহরের লালবাগ বাজার এলাকায়। জানা যায়, গত সোমবার দুপুরে ডাঃ মনিররুল আলম নামের ওই ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে এসে রেজিস্ট্রার (চলতি দায়িত্ব) মোরশেদ-উল আলম রনির কাছে তাকে চিকিৎসক পদে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মর্মে নিয়োগ পত্র দাখিল করেন। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে প্রদত্ত নিয়োগপত্রে রেজিস্ট্রার (চলতি দায়িত্ব) মোরশেদ-উল আলম রনির স্বাক্ষর দেয়া রয়েছে এবং তিনি ঐ বছরের অক্টোবর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন বলে জানান। ডাঃ মনিররুল আলম চাকরির বিষয়ে কার সাথে যোগাযোগ করেছেন জানতে চাইলে আহসান হাবিব মাসুদ নামে এক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার নাম বলেন। কিন্তু এই নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কর্মকর্তা নেই বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন দাবি করেছেন।

এদিকে দুপুরের এই ঘটনাটি সন্ধ্যা ৭ পর্যন্ত অনেকটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। দুপুর থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ডাঃ মনিররুল আলম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই অবস্থান করেছিলেন এবং রেজিস্ট্রারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টার নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত এক সাংবাদিক রেজিস্ট্রার দপ্তর খোলা পেয়ে সেখানে যোগাযোগ করলে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি বলে সাফ জানিয়ে দেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন সাংবাদিক প্রশাসনিক ভবনের কাছে গিয়ে দুদিকের প্রবেশপথ তালা লাগানো অবস্থায় দেখতে পান। অথচ তখন পর্যন্ত ভবনের ভিতরে উপাচার্য দপ্তরে এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল বলে সূত্রে জানা গেছে। এছাড়াও এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে। কেননা দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রতারক চক্র বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের নামে ভুয়া নিয়োগ পত্র প্রদান করে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এর পূর্বেও এ ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। তাই এই ঘটনার সাথে কে বা কারা জড়িত সে বিষয়ে থাকতে পারে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে রেজিস্ট্রার (চলতি দায়িত্ব) মোরশেদ-উল আলম রনি বলেন, নিয়োগপত্রে যে স্বাক্ষর দেওয়া হয়েছে সেটা আমার স্বাক্ষর নয়। আমি নিয়োগ পাওয়ার পূর্বেই নিয়োগপত্রটি দেওয়া হয়। আমি সে বছরের জুন মাসে নিয়োগ পেয়েছি। কোন একটি জালিয়াতি চক্র আমার স্বাক্ষর জাল করে ডাঃ মনিররুল আলমের সাথে প্রতারণা করেছে।